মৈথিলী

পৌরাণিক দৃশ্যকাব্য

'মৈথিলী' প্রণেতার অন্যান্য গ্রন্থাবলী

সচিত্র উপন্যাসাবলী			সচিত্র নাটকাবলী	
স্ত্রীপাঠ্য	রজসং,	মুলভসং	পৌরাণিক	
কাকী-মা	১৲,	৸০	উর্ব্বশী-উদ্ধার	॥৶০
গৌরী-দান	১।০,	১৲	বভ্রুবাহন	।৶০
পিসী-মা	১।০	১৲	আকবরের স্বপ্ন	৸০
আর্য্য-কাহিনী	।৶০,	।০	জীবন-চিত্র	১।০
বিষ-বিবাহ		।৵০		
সতী কি কলঙ্কিনী		।৵০		

সকল পুস্তকের ছাপা, কাগজ, চিত্রাবলী অত্যুৎকৃষ্ট, কি রচনানৈপুণ্যে, কি চরিত্রচিত্রে, কি ভাবমাধুর্য্যে বঙ্কু বাবুর পুস্তকাবলী সম্পূর্ণ নূতন ও ধর্ম্মভাবে পূর্ণ। তাঁহার উপন্যাসাবলী হিন্দী, উর্দ্দু, কেনারিজ ভাষায় অনুবাদিত হইতেছে।

গ্রন্থকার—২২ নং ফকিরচাঁদ চক্রবর্ত্তীর লেন
অথবা আমার নিকটে প্রাপ্তব্য

শ্রীগুরুদাস চট্টোপাধ্যায়।
২০১ নং কর্ণওয়ালিস্ ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

রাবণ-কন্যা
মৈথিলী
পৌরাণিক দৃশ্যকাব্য

শ্রীবঙ্কুবিহারী ধর-প্রণীত

দ্বিতীয় সংস্করণ

CALCUTTA
The Bengal Medical Library
201, Cornwallis Street.
1913.

মূল্য ।/০ আনা

CALCUTTA.
Published by the Author
FROM THE "BOSUDHA AGENCY"
22, *Fakir Chand Chakrabutty's Lane.*
Printed by G. B. Dey, at the "Oriental Printing Works
327, Upper Chitpur Road.
Illustrated by Srijut Preo Gopal Das.
1913.

দ্বিতীয়বারের বিজ্ঞাপন

অদ্ভুত রামায়ণের সীতার জন্ম বৃত্তান্তের ক্ষীণ ছায়াবলম্বনে, আমার দুর্ব্বল কল্পনার তুলিকায় "মৈথিলী"র চরিত্র অঙ্কিত হইয়াছে। এই পুস্তকের প্রথম সংস্করণ বহু দিবস নিঃশেষ হইলেও, নানা কার্য্যে ব্যস্ত থাকায় দ্বিতীয় সংস্করণ সময়ে প্রকাশ করিতে পারি নাই, সে জন্য নানা স্থান হইতে তাগিদ পত্র পাইয়াছি, সহৃদয় পাঠক পাঠিকাগণ, আমার অনিচ্ছাকৃত বিলম্বের জন্য ত্রুটি মার্জ্জনা করিবেন।

এবার স্থানে স্থানে পরিবর্জ্জিত, পরিবর্ত্তিত ও পরিবর্দ্ধিত হইয়াছে। দুইখানি হাফ্‌টোন ছবিও প্রদত্ত হইল।

বসুধা-কার্য্যালয়,
২২, ফকির চাঁদ চক্রবর্ত্তীর
লেন, কলিকাতা।
১০ই আশ্বিন, ১৩২০ সাল।

গ্রন্থকার

অভিনয়োল্লিখিত পাত্রগণ

কুশধ্বজ	...	বৃহস্পতিপুত্র	ব্রহ্মা	...	সৃজনকর্ত্তা
মদন	...	কামদেব	বিষ্ণু	...	পালনকর্ত্তা
রাবণ	...	লঙ্কাধিপতি	মহেশ্বর	...	সংহারকর্ত্তা
বিভীষণ	...	ঐ ভ্রাতা	ইন্দ্র	...	স্বর্গাধিপতি
মেঘনাদ	...	ঐ পুত্র	যম	...	মৃত্যুপতি
শুক ও সারণ	...	ঐ চর	জনক	...	মিথিলাধিপতি
			পরশুরাম	...	বিষ্ণুর অংশপ্রাপ্ত জনৈক ব্রাহ্মণ।

বিদূষক, পবন, বরুণ, বৃহস্পতি ও ঋষিগণ, দ্বারপাল ইত্যাদি

পাত্রীগণ

বেদবতী	...	কুশধ্বজ-কন্যা	সরমা	...	বিভীষণ-পত্নী
(জন্মান্তে) মৈথিলী	...	রাবণ-কন্যা ও জনকপালিতা	পার্ব্বতী	...	মহেশ্বর-পত্নী
			মহিষী	...	জনক-পত্নী
মন্দোদরী	...	রাবণ-পত্নী	রতি	...	মদন-পত্নী

সখীগণ, জলবালাগণ ইত্যাদি



দানব-দুহিতা আমি, রাবণ ঘরণী—

[মৈথিলী—২৯ পৃঃ

মৈথিলী

প্রথম অঙ্ক

প্রথম গর্ভাঙ্ক

কুটীরাশ্রম

কুশধ্বজ আসীন

কুশ। মায়াময় হেরি ত্রিসংসার, মায়ার
আগার, সুত-দারা-পরিবার সকলি
মায়াময় ; বুঝিতে না পারি, ভেবে মরি
দিবস শর্ব্বরী, মায়া ঘোরে প্রতিকুল
নেহারি সদাই। ব্যাকুল পরাণ, নাহি

হয় অনুমান, কেমনে সে তনয়ায়
রাখিব বন্ধনে! গেল যাগ, গেল যোগ
তনয়ার হেতু, ধৈর্য্য নাহি মানে মন,
উচাটন হয় সদা; ভেদিয়া গহন
কানন, কুটীরাশ্রম, কে যেন কি কয়,
পরিণয়—পরিণয় সরলা বালার;
আহা! পড়ে মনে তার জনম-কাহিনী।

[বেদবতীর প্রবেশ]

বেদ। হায় তাত! বিষাদিত কেন আজি হেরি
ও আনন? হেরিলে যাহারে দূর হ'তে
দূরান্তরে সম্ভাষ সাদরে, কেন তারে
নেহারি সম্মুখে, অধোমুখে অবস্থান
তব? কহ দেব, কি আক্ষেপ হ'ল আজি?

কুশ। আমা প্রতি থাকে যদি মতি, শুন মন
দিয়া আজি মোর কথা, ক'রনা অন্যথা,
অতীব যতনে পালিয়াছি তোমা ধনে।
মাতৃহীনা বালা তুমি মোর, স্নেহ ডোর
না জান জননীর, জন্ম তব অতীব
বিস্ময়, মনে হয় রাখি তোমা নয়নে

নয়নে, কিন্তু—শ্রেয় তাহা নয়, ভাবিয়া
ক'রেছি নির্ণয়, পরিণয় দিব এবে
তব, উপযুক্ত পাত্র করি অন্বেষণ।
বেদ। এই হ'তে চিন্তা যদি তাত, কেন হও
উচাটন? তনয়ায় দেহ এই বর,
যেন সৃষ্টিস্থিতি-লয়কারী, নররূপী
পরব্রহ্ম হরি পাই পতিত্ব বরণে!
কুশ। আশা তব পূরিবে নিশ্চয়, দেবেরই
বাঞ্ছিত তুমি, দেবেরই স্বজন, দেবে
তোমা করে আকিঞ্চন, তব যোগ্য পতি,
বিনা সে শ্রীপতি নাহি হেরি অন্য জনে।
কায় মনে ভজ নারায়ণে, উচ্চ আশা
জাগিতেছে হৃদি মাঝে, পরে পরে হ'বে
সম্পূরণ, বিচলিত নাহি হ'ব তায়;
অর্পিব তোমারে, মাধবের করে, বহু
ভাগ্য মানি ইথে। কিন্তু জেন স্থির, নহে
সে সামান্য জন, যাঁরে পঞ্চমুখে সদা
পঞ্চানন, ক'রে আরাধন, বর্ণিবারে
নাহি পারে মহিমা অপার। বেদবতি!
হরিতে দুর্গতি তব দুইমাত্র হেরি

পথ, প্রথম অতীব দুর্গম, নিগম
না জানে কেহ তার। দ্বিতীয় নাহি হয়
তাদৃশ বিফল, অনিত্য জীবন জানি
ইষ্টমন্ত্র দীক্ষা লও আমার সমীপে,
মোহ যাবে, আপন সাধন বলে পতি
পাবে ; আমরা এ আর্য্যঋষি অহর্নিশি
তপস্যায় রত, উচ্চব্রত যোগ কর
সার, লীলাধার কল্পতরু জনার্দ্দন
হইবে তোমার জানিও নিশ্চয় বালা।

বেদ। কল্পতরু যদি জনার্দ্দন, আকিঞ্চন
অবশ্য পূরিবে মম ; শুনিয়াছি কত
বার শ্রীমুখে তোমার, ভকতির হরি
নারায়ণ, ভক্তি-ডোরে বাঁধা তিনি হন।

কুশ। দৃঢ় হ'তে দৃঢ় করি পণ—আজি হ'তে
করি অঙ্গিকার, যতদিন দেহে রবে
প্রাণবায়ু, সাধ্যমত করিব আয়াস
তব পরিণয় হেতু ; তবে যদি দৈব
বিড়ম্বনে সরলা বালিকে ! নাহি মিটে
আশা, জেন' স্থির, দেহ হ'তে দেহান্তরে
আজন্ম ঈপ্সিত সাধ অবশ্য পূরিবে।

বেদ। হে জনক, দীক্ষা দেহ, যাহে অহঃরহ
নারায়ণে রহে মতি চিরতরে মোর।

কুশ। চিন্তা ত্যজ মা আমার! সবার আধার,
বেদ মম সার, বেদপাঠে জন্মিয়াছ
তুমি, পুনঃ বেদে দিয়া মন, উচ্চব্রত
করিব সাধন এই প্রতিজ্ঞা আমার।

[উভয়ের প্রস্থান।]



দ্বিতীয় গর্ভাঙ্ক

ক্রীড়া-কানন

বেদবতীর সহিত সখীগণের গীত গাহিতে গাহিতে প্রবেশ।

সখীগণ। গীত।

হৃদ্-সরেতে কমল-কলি দেখা দেছে ওই।
আঁখি মেলে বদন তুলে দেখলো প্রাণ সই॥
মধুলোভে মন-ভ্রমরা
আশে পাশে দিচ্ছে সাড়া
হুতাশ বায়ে দেলো তাড়া, সরম ছেড়ে কই।
(ওলো তোমারে কই) অবলা সরলা সই॥

বেদ। সজনীলো, আজ যেন আমার প্রাণ কেমন কর্‌ছে, যেন কি একটা ভাবী বিপদের আশঙ্কায় আমার হৃদয় কাঁপছে; কি জানি ভাই, তোদের সঙ্গে ছেলেবেলা থেকে খেলা কর্‌ছি, কিন্তু এমন ত' কখনত হয় নি। ওলো আমায় ধর্, আমি আর দাঁড়াতে পার্‌ছিনে, এইখানে বসি।

[উপবেশন।

১ম সখী। (গীত)

বিহনে হৃদয় মণি, ও তোর প্রাণ সজনি,
অমন করে।
নিদয় নিঠুর বিধি, কঠিন প্রাণে নিরবধি,
জ্বালায় তোরে ॥

সখীগণের। না জানি তোর কি যে পণ, প্রেমিক আসে অগণন,
ওলো মনে কি ধরেনা তোর ?
ফিরে যায় হতাশ প্রাণে, চেয়ে সব আকাশ পানে,
উদাস মনে হোয়ে বিভোর ॥

বেদ। সখী, উপহাস নাহি কর আর, অঙ্গ
ঢালি দিছি ঝাপ দুরাশা-সলিলে, ভেসে
যাব—পাই পাব অভীষ্ট রতন, নহে
অকুলে না হারাইব কুল। সজনিলো!
ধরহ বচন, নিবেদন করি তোরে,
যাওলো সত্বরে, হের গহন কানন,
যোগাশ্রম জনকের মোর! বুঝিতে না
পারি বিড়ম্বনা, কুভাবনা ঘেরিতেছে
হৃদয়-আকাশ, চরণ না চলে আর,
এ দেহ ভার বহিতে না পারি, কি করি
উপায়? থর থর কাঁপে আঁখি; সভয়

অন্তর, নিরন্তর বিভীষিকা হেরি ;
বল্‌লো সজনি ! কি হেতু এমন হল ?

১ম সখী। সত্য কহি সুলোচনে, কতদিন এই
স্থানে মিলি, নিরিবিলি করিয়াছি খেলা,
দূরে গেছে হৃদিজ্বালা, কিন্তু আজি কিবা
অসময়ে পশেছি কাননে, শ্যামলা ধরিত্রী
বক্ষে যত শোভা মনোলোভা নহে কিছু,
কুসুম-কলিকা ওই বাস নাহি ধরে,
পিককুল নাহি রবে, মলয় সমীর—
স্থীর ধীর যেন হয় অনুমান মোর।

২য়। ওলো সই, করি মানা, নারায়ণে আশা
ক'রনা, ছেড়ে দাও তাঁর আশা, চাও লো
যদি ভালবাসা, নহে বসি দিবা-নিশি
জ্বলিবে মরমে, সরমে নাহি সরিবে
বচন ও তব প্রফুল্ল বদনে চারু।

৩য়। অতীব নিঠুর কালা, যে ভজেছে পেছে
জ্বালা মরমে মরমে ; শুন সখি, করি
এ মিনতি, দেহ মতি অন্য পতি আশে,
নহে যদি ভজ শ্যামে, সুখ নাহি পাবে,
দুঃখে কাল যাবে। হের নিদর্শন, উচ্চ

পতি বরেছে যে নারী, কত দুঃখ হয়
তার ; দেব-দেব ত্রিলোচন, বরি তাঁরে
অনুক্ষণ শিবা পায় দুঃখ, সুখ নাহি
ক্ষণকাল, সদা খেদ, জীবনে বিষাদ
সদা ; নিরানন্দ জীবন প্রবাহ হয়
অনশ্বর অজর অমর সুরকুলে।

বেদ। সুলোচনে, থাকে বটে মৃণালে কণ্টক,
তাহে হয় কি আটক তার, চ'য়ে যেই
প্রফুল্ল কমলে ? মক্ষিকা মরণ-ভয়ে
বিমুখ কি হয় কভু মধু আহরণে ?
আজীবন মনে জ্ঞানে প্রাণে ভজিয়াছি
নারায়ণে, অন্যে নাহি জানি, ঘটিবে এ
ললাট মাঝে যা' আছে লিখন। যাই
এবে পিতৃ পাশে ; কি জানি কি তরে ধৈর্য্য
নাহি ধরে প্রাণ, কম্পমান দেহ মম।

[সকলের প্রস্থান।



তৃতীয় গর্ভাঙ্ক

যোগ-আশ্রম

রক্তাক্ত কলেবরে মৃত্যুশয্যায় কুশধ্বজ শায়িত, পার্শ্বে বেদবতী উপবিষ্ঠা।

কুশ। বৃথা—পরি—শ্রম, আকি—ঞ্চন—না—মিটিল
মোর ; শুন—বৎসে—ফুরায়—জী—বন—
দেহে—না—হি—বল,—সকল—ই—বিকল
হ'ল—দৈত্য-করে। উঃ—প্রাণ যায়—কহিব
কাহারে—দারুণ দুর্গতি। বে—দ—বতি!
হের এ কুটিল—সংসার—অনাচারে
পূর্ণ মহী, নহে ইহা সুখ—স্থান ; প—লে
পলে—আয়ু হয় ক্ষীণ ; ভাবি তাই, চারি—
দিকে—ভীষণ—প্রান্তর—নিরন্তর ঈর্ষা
পরস্পরে, চরা—চরে কে আছে আপন,
যারে—করি তোমা দান—সুস্থ করি ব্যাকুল

পরাণ—। সুখে কাটায়েছি কাল, এবে
বিষম জঞ্জাল, দৈত্য চায় বরিবারে
তোমা ;—পণ নাহি নড়ে—গর্ব্বিত অন্তরে
স্পর্দ্ধা তার বিবরিণু পরে, তাহে—হেন
দশা ঘটেছে আমার। শুন বালা! হ'ও
না উতলা—-অন্তিম—সময়—মোর—শুন
উপদেশ! যোগ-ধ্যান, যোগ—·—জ্ঞান, যোগ
—কর সার, যোগিনী বালার নাহি রবে
ভয়, শঙ্কর সদয় হবে—তমঃ-মোহ—
হবে নাশ—জ্যোতির্ম্ময়ী হইবে প্রকাশ
স্বর্গ—মর্ত্ত—অন্তরীক্ষ—আলোকিত—করি।

[মূর্চ্ছা।

বেদ। হায়! কি হ'ল, কি হ'ল, জনক লুণ্ঠীত
ধরায়, ক'ব কায় মনঃ দুঃখ ; হে হরি!
এই ছিল মনে শেষ তব? পিতঃ, পিতঃ,
কোথা যাও? কার কাছে রাখিয়া আমায়!

[জল সেচন]

[মূৰ্চ্ছা ভঙ্গে]

কুশ। উঃ—প্রাণ যায় বাক্য না যুয়ায়,—হাঃ—হাঃ—হাঃ
কি মধুর মু—র—তি—নেহারি। না—রা—য়—ণ
ওই—ওই—যে শিয়রে—দাঁড়ায়ে আমার।

বেদ। পিতঃ, পিতঃ, হের—আমি বেদবতী তব।

(জল সেচন)

কুশ। বে—দ—বতি? প্রাণের নন্দিনি—করি মানা
উৎ—সাহ—ত্যজনা; দেহান্তরে পূরিবে
বাসনা তব; নেহার জ্বলন্ত উপমা—
মাতৃ-রূপা—ভগবতী—কত জন্ম করিয়া
ভ্রমণ, পতিরূপে বরিল ভোলারে;
কত যুগ—করি আরাধনা—সাবিত্রী
সুষমা পতিরূপে লভিল ধাতারে।
হরি-প্রিয়া—সতত চঞ্চলা, জনার্দ্দন
যাঁরে স্বীয় বাম অঙ্গে করিলা সৃজন,
সেই সে কমলা, কতকাল করিয়া তপস্যা
নারায়ণে ক'রেছে বরণ; হেরি তোমা
লক্ষ্মী-রূপা নারীর লক্ষণ—আরাধন
কর তুমি, জন্মান্তরে বনমালি তব

আশা করিবে পূরণ। জেন' স্থির, উচ্চা-
সন করিতে অর্জ্জন, বহু বিঘ্ন ঘটে
তায়, অন্তে পায়—অভীষ্ট রতন, ধীর
যেই,—রা—খে—ম—তি—স—দা—
গোবি—ন্দে—র—প—দে।

(উদ্গার উঠন ও মৃত্যু)

দেব। কাল পূর্ণ হ'ল জনকের, কি করিব
উপায় ? বুদ্ধি না যুয়ায় ; হোক্ ললাট
মাঝে যা আছে লিখন। বুঝিলাম স্থির,
এই ধরাতল মহাপরীক্ষার স্থল!
ইষ্টধন সহজে না হবে উপার্জ্জন।
পিতঃ! পিতঃ! হায়, কি দশা আমার হবে।

[ক্রন্দন]

কতিপয় ঋষির প্রবেশ।

১ম ঋষি। উতলা হ'ও না মাতঃ! নশ্বর সংসারে
হের নিতি নিতি আসে প্রাণীগণ, পুনঃ
যায় কালের কবলে ; পলে পলে আয়ু
যায়, শমন নিকটে আসে ; বৃথা আশে
ফিরে যত জীব, নিজ শিব ভাবে না

কথন। স্থির কর মন, অনিত্য সংসার,
অনিত্য এ বপু, অলীক স্বপন সম।
বৃথা চিন্তা, বৃথা শোক, মায়া মোহ করি
পরিহার, ভাব দেখি একবার, কেবা
কার পিতা মাতা, দুহিতা সন্তান? এক
প্রাণ, ভিন্নাকারে ব্যাপ্ত এই চরাচরে,
মহাসিন্ধু-নীর যথা বিভিন্ন ঘটেতে।
এক হ'তে দু'য়ের উদ্ভব, ক্রমে হয়
পরে, তরুরাজি হ'তে যথা শাখার
বিস্তার। ত্যজ মাতঃ! চিত্তের বিকার,
নিত্য সার নারায়ণে দেহ মতি, পাইবে
নিষ্কৃতি স্থির সংসার বন্ধনে। এস
সাথে হ'ওনা বিমনা, স্পন্দিত এ মৃত
দেহ উচিত সৎকার সাধন ত্বরা।

(বেদবতীকে লইয়া ঋষির প্রস্থান।
তৎপরে কুশধ্বজের মৃত দেহ লইয়া
সকলের প্রস্থান।)

চতুর্থ গর্ভাঙ্ক

নিবিড় বনস্থিত পর্ব্বতমালা

যোগিনী বেশে বেদবতী যোগে মগ্না, পশ্চাদ্ভাগে চিতা প্রজ্জ্বলিত।

(মদন ও রতির গীত গাহিতে গাহিতে প্রবেশ)

উভয়ের। (গীত)

ফুল বাণে বিঁধি সবার প্রাণ।
(তায়) চরাচরে রাখতে নারে মান॥
হেরিয়া কুসুমে ভুলিতে নারি,
পাগল করে রূপের মাধুরী,—
শর সাথে ফিরি, করিয়া সন্ধান।
কঠিন প্রাণে ছাড়াই অভিমান॥

রতি প্রাণেশ্বর! বৃথা আড়ম্বর, যোগভ্রষ্টা
নাহি হ'বে বালা, ছাড় ছল, হের, মুদি
দু'নয়ন, অনুক্ষণ অভীষ্ট রতন
ভাবে। নহে এ সামান্যা নারী। ফুলশর
ভষ্ম হবে দীপ্ত-দেহ পরশে ইহার।

মদন। প্রিয়তমে! কভু নাহি হেরি হেন রূপ!
যথা আমার উদয়, প্রেম সর্ব্বময়,
কঠিনতা যায়, সুরূপা কুরূপ ভজে
আমার প্রভাবে। অধিক কি ক'ব আর?
হিতা-হিত না থাকে বিচার, অন্ধকার
মোহ-পূর্ণ হয় মহী ; যোগী আরাধনা,
ত্যজি ছলনায় ফিরে মোর পায়! কিন্তু
বিপরীত হেরি এই নারী! বহুবিধ
করিয়া যতন নারিনু ফিরাতে মন!
এস প্রিয়ে, নহে যেই রিপু পরবশ,
তার কাছে বল-বুদ্ধি পরাজিত মম।

[উভয়ের প্রস্থান

[ব্যস্তভাবে অস্ত্রাদি শোভিত রাবণের প্রবেশ।]

রাবণ। পশ্চিমে আগত ভানু রক্তিম বরণ,
করক্ষয় হয় ধীরি ধীরি, আসিতেছে
বিভাবরী, কি করি উপায়? শত শত
অক্ষৌহিণী সেনা মম, হতাশ অন্তরে
সন্ধানিছে মোরে। হায়! কি মহাসমস্যা
ঘোরে পড়িলাম আজি। নিরবধি সাধ,

স্বর্গচ্যুত করি সুরকুল, আপনার
করগত করিব সকলে। কিন্তু আজি
নাহি জানি কেন শোক-সিন্ধু উথলে
হৃদয়ে। একি হেরি ? মরি কি সুন্দরী এ
বিজন বিপিনে! কি মোহিনী ছবি! কিবা
আঁখি খঞ্জন-গঞ্জন! সুলোচনে, কেবা
তুমি বসিয়া নির্জ্জনে? কহ ত্বরা করি,
পূরাইব আশা তব; লঙ্কার রাবণ
আমি রাজা দশানন, দিগ্বিজয়-আশে
ভ্রমি অনুক্ষণ! আজি সুদিন উদয়,
দেহ তব পরিচয়। রাখি তোমা প্রাণে
প্রাণে, প্রেমের বন্ধনে রহিব দু'জনে,
অবিরাম বহিবে প্রবাহ আনন্দের।
দিবানিশি বসি হেরিব ও রূপরাশি;
লো সুন্দরি! কহি সত্য করি, পিপাসিত
প্রাণ মম, প্রেম-বারি দানে রাখ মোরে!

(নিকটবর্ত্তী হইয়া)

নারী হোয়ে অবহেল? লঙ্কার রাবণ,

যাচে প্রেম, তায় কর অযতন ? ছাড়
ছল, নহে নিস্তার না পাবে মোরে পাশে ।

(বিস্ময়ে)

কিছু না বুঝিতে পারি, কেবা এই ধ্যানে
নিমগন ? কেন বা পশ্চাতে জ্বলিছে চিতা ?
হের আঁখি মেলি, ব্যাকুল পরাণ মম !

বেদ । (ধ্যানভঙ্গে)
কে তুমি উদয় দেব ? চিনিতে না পারি,
জ্ঞান-হীনা অভাগিনী আমি, হইয়া
সদয়, দেহ বর, যেন পাই নারায়ণে
পতিত্ব বরণে ; এই মাত্র আশা, বিনা
সে ভরসা, অবলার নাহি কিছু আর ।

রাবণ । সুলোচনে ! কেবা সেই নারায়ণ ? পাই
যদি দরশন তার, দমি অহঙ্কার,
এথনি নাশিব তারে । যক্ষ—রক্ষ—দেব—
গন্ধর্ব্ব—কিন্নর সদা ডরে মোরে । দেহ
আলিঙ্গন, এই মাত্র আকিঞ্চন মম ;
কৃশোদরি ! অযতনে ফিরাও বদন ?
পুনঃ বলি শুনলো রূপসি, অভিলাষি

প্রেম তব, দেহ দান, ছাড় অভিমান,
নতুবা জানিও স্থির, লঙ্কার রাবণ
আমি,—ঘোর অত্যাচার হ'বে মাত্র সার।

বেদ। আরে আরে পাপাচারী দুরন্ত রাবণ!
যোগে মগ্না বালা, অহঙ্কারি অবহেল
তায়? পারি তোমা এখনি নাশিতে মূঢ়।

রাবণ। অয়ি দুশ্চারিণি! কটুভাষা কহ মোরে?
ভাল, ভাল, প্রতিফল হের এবে তার!

(সবলে কেশাকর্ষণ)

বেদ। (সকাতরে যুগ্মকরে)
সাক্ষি বন, উপবন, সমীর সতত
প্রবাহী, সাক্ষি হও অবলার দেবতা
তেত্রিশ কোটী! ঘোর অত্যাচারী দুরন্ত
রাবণ, একাকিনী পাইয়া, অবলায়
করে আজি বিক্রম প্রকাশ! নারায়ণ,—
বল দেহ হৃদে, কাঁদে প্রাণ, ধৈর্য্য নাহি
ধরে। পতি ধ্যান, পতি করি জ্ঞান, ভক্তি
ইষ্টদেবে, পতি সেবা করি নিরবধি,
তপস্বিনী পতির সাধনে। এ সাধন

বৃথা যদি হয়, ওহে দয়াময় হরি!
পতি-ভক্তি, সতী-ধর্ম্ম উঠিবে ধরায়।
রে দুর্ম্মতি, বিষ-লতা রোপিলি হেথায়,
কালে ঘেরিয়া হৃদয়-তরু, বিষময়
ফলদানে বংশ ক্ষয় হইবে অচিরে।
মম কেশে ধরি, যেই মত পাপাচারি!
করিলি অন্যায় আচরণ, তেমতিরে
পুনঃ যবে রমণীকে আক্রমিবি বলে,
বংশমূলে পড়িবেক কুঠার আঘাত,
প্রাণপাত হবে তোর আমা হ'তে!

(চিতার নিকটবর্ত্তিনী হওন।)

রাবণ। একি, একি ভস্মিভূত হৃদি হ'ল মোর।

[প্রস্থান।

বেদ। বৃথা আর বহি দেহ ভার, বারেক মা!
বসুমতি! প্রীতির নয়নে হের, স্তব
স্তুতি নাহি জানি, অনাথা তনয়া আমি,
কর মা! করুণা, অপমান নাহি সহে
আর। হায়! কি করি উপায়, অঙ্গ মম
পরশিল নীচ নিশাচরে? কাতরে মা

ডাকি অয়ি গো জগতি! নিরবধি পূজি
তোমা মাতৃ বোধে, দেহ কোল, সম্বল
তুমিই মম। রে মন, মমতা করহ
ছেদন, অপবিত্র দেহ আজি দাও
বিসর্জ্জন, ঘুচে যাগ্ জীবনের জ্বালা।

[চিতানলে ঝম্প প্রদান।

পঞ্চম গর্ভাঙ্ক

আশ্রমস্থল

কতিপয় ঋষি ধ্যানে মগ্ন

রাবণের প্রবেশ

রাবণ। শুন ওহে তপস্বিগণগুলি! সসাগরা
ধরণীর একচ্ছত্র পতি আমি রাজা
দশানন, যাচি অনুক্ষণ রাজ-কর
তোমাদের ঠাঁই, কিন্তু বার বার কর
প্রতারণা? একি আচরণ! হের সবে,
আপনি আগত এই লঙ্কা-অধিপতি,
স্থির করি মতি, রাজ-কর দানে প্রীত
কর মোরে! এই সুবিস্তৃত বসুন্ধরা
অসীম বিস্তার, ঘোষে অনিবার যশ
মম, রাজ-চক্রবর্ত্তী পদে অধিনতা
কে না চাহে করিতে স্বীকার যোড়করে?

১ম ঋষি। হে বীর-কেশরি ! মোরা ফল মূলাহারী,—
তপস্যা আচরি সবে, কি পাব কোথায়,
রাজ-কর কি দিব তোমায় ? অদ্বিতীয়
রাজা তুমি এ মহীমণ্ডলে, বলে কোন্
বলী করে সাহস তব সনে করিতে
বিবাদ ? পরমাদ কেবা করে সাধ
আপন ইচ্ছায় ? শুন শুন লঙ্কেশ্বর,
রাজকর অবশ্য দানিব। আন পাত্র,
রুধিরে সেবিব তোমা আজি বীরবর।
রাবণ। ভাল, ভাল, তাই হোগ্ হে ঋষিমণ্ডলি !

[প্রস্থান।

১ম ঋষি। শুন ওহে ভ্রাতৃগণ ! হয়ে এক মন,
লঙ্কার রাবণ আজি উদয় এখানে,
বিদারিয়া নিজ নিজ উরুদেশ, এস
শোণিতে তুষি সবে নিশাচরে, মরিবে
মরিবে রাবণ এই শোণিত প্রবাহে।

একটী কলসী হস্তে রাবণের পুনঃ প্রবেশ।

রাবণ। হের দৈব যোগে মিলিল এই সুরম্য
কলসী, ধর হে ঋষি, সন্তুষ্ট হৃদয়ে !

ঋষিগণের স্ব স্ব নখাঘাতে উরু ভেদ করিয়া
শোণিতে পাত্র পূর্ণ করণ।

২য় ঋষি। ধর ধর লঙ্কেশ্বর! রাজস্ব স্বরূপ
এই রুধির প্রবাহ। শুন মন দিয়া,
নহে ইহা রমণীর পেয়, সঙ্গোপনে
রাখা শ্রেয় জানিও রাজন! পিয়ে যদি
নারী, গর্ভবতী হবে এই শোণিত
প্রভাবে, উদিবে তনয়া; তাহেই হবে
তব নাশ! ইথে না হবে অন্যথা কভু।

রাবণ। বৃথা এ ভাবনা! নর কিম্বা নারী, কেহ
না পিয়িবে ইহা, স্বার্থত্যাগ আত্মবলি
আদর্শ এ রুধির কলসী,—রাজগৃহে
রহিবে সাদরে ইহা রাজ-কর রূপে।
(স্বগত) বিষম সমস্যা আজি উদয় অন্তরে!
ভাল, বিষ বলি দিব ইহা মন্দোদরী-
করে, রবে অন্তঃপুরে মোর সমাদরে।
জীবনের মমতা থাকিতে, নরনারী
নাহি পিবে ইহা আপন ইচ্ছায় কভু।

[কলসী লইয়া প্রস্থান।

দ্বিতীয় অঙ্ক

প্রথম গর্ভাঙ্ক

অন্তঃপুরস্থ উদ্যান

রাবণ ও মন্দোদরী আসীন

মন্দো। কেন নাথ! পুনঃ পুনঃ কহ হেন বাণী?
বহুদিন রক্ষরায়, আছি অপেক্ষায়
তব, চাতকিনী যথা বারি আশে। আজি
দাসী পাশে যদ্যপি উদয়, আর না
ছাড়িব কভু! আঁখি জলে ধৌত করি
চরণ যুগল, মুছি এই কেশদামে,
হৃদাসনে রাখিয়া যতনে সদা, প্রেম-
পুষ্পাঞ্জলি দানে সিদ্ধ হবে মনস্কাম!

রাবণ। প্রিয়ে! মহাকার্য্য সম্মুখে আমার, অগ্রে

তাহা করি সমাপন, অবিচ্ছেদে স্বর্গ-
সুখ ভুঞ্জিব লঙ্কায় ! চিন্তা কেন কর
অয়ি সুহাসিনি ! ও চারু অধরে হাসি,
অমিয় বচনে তুষি,—বিদায় পতিরে।

মন্দো। মহাকার্য্য কি বা তব কহ প্রাণেশ্বর ?

রাবণ। সুলোচনে, মহাসিন্ধুমাঝে যথা তরঙ্গে
তরঙ্গ ফেলি নাচায় তরণী, তেমতি এ
হৃদি-সিন্ধু মাঝে, চিন্তার লহরী খেলি
জয়-তরি নাচায় সতত। অবিরত
সাধ, অমরনিচয় সবে হবে মম
আজ্ঞাধীন। সীমা হ'তে সীমান্তরে পবনে
বহা'ব সুযশ মম; হ'লে প্রতিবাদী,
হেরিবে দুর্গতি তার। করিয়াছি ভুবন
বিজয়, ইচ্ছা এবে স্বর্গ মর্ত্ত করিব
এই করতল; ভুজ-যুগ-বলে কার
সাধ্য তিষ্ঠয়ে সম্মুখে আমার ? উতলা
হ'ওনা রাণি! দানহ মেলানি, যাই
এরে, ত্রিভুবন জয়ি পতি আসিবে
আবার ফিরে, লঙ্কালয়ে থাক তুমি সুখে।

[প্রস্থানোদ্যোগ।

মন্দো। আছি তব মুখ চেয়ে, দেখা দিয়ে কেন
ত্বরা যাবে চলি ? আকাঙ্ক্ষিণী এ অবলা,
একাকিনী বিরহের জ্বালা, অহঃরহ
কেমনে সহিবে ? হে রাজন ! নিত্য তুমি
থাকিয়া প্রবাসে ভুঞ্জ সুখ অভিনব,
নিত্য নব ললনায় প্রেম-অনুরাগ,
অলি যথা কুসুম নিচয়ে হেরি সদা।

রাবণ। প্রাণেশ্বরি,—কহি—সত্য করি, অনুরাগে
ঘটেছে বিরাগ, অভিশাপ করিয়াছি
লাভ আমি, বলে যদি হরি কভু নারী,
হৃদি-তন্ত্রী করি ভেদ, প্রাণ-পাখী ত্বরা
তেয়াগিবে এ দেহ পিঞ্জর, ভয়ঙ্কর
শাপানলে জ্বলে মরি পলে পলে। কিন্তু
প্রিয়ে ! লঙ্কায় রাবণ আমি, দশানন
বীর, মোর কিবা ভয় ? পরাজয় করি
সে শমনে, মৃত্যু নাম লোপিব ধরায় ;
চরাচরে ব্যাপ্ত হবে রাবণের খ্যাতি।

মন্দো। লঙ্কাপতি, থাকে যদি আশা খ্যাতি তব
স্থাপিতে ধরায়, ধর অধিনীর বাণী;—
নৃপমণি, কোরনা হেলন ; ভেবে দেখ !

ভুবন মাঝারে মুগ্ধ সবে অনঙ্গের
শরে, অনঙ্গ প্রতাপে পিতা পুত্রে দ্বন্দ্ব
করে। সতী, ত্যজি ধরম আচার, পাপ
কর্ম্মে দেয় মতি, উপপতি পাশে ধায়
হাস্য মুখে। অধিক কি ক'ব, মন্দোদরী,
রাণী তব, অনুক্ষণ জ্ব'লে মরে সেই
মদনের শরে। ভাব আপনা নেহারি,
অপকারী কত সে অনঙ্গ, কতকাল
করি ধ্যান, অমরত্ব করিলে বাসনা,
পূরাইল বিধি তাহা ? কিন্তু ভাব, কি
পাগল ক'রেছে কন্দর্প, স্বেচ্ছায় মৃত্যু
আনি রেখেছ শিয়রে ; নিরবধি সাধি
নাথ, মেননা ব্যাঘাত, কর কামজয়,
অক্ষয় অমর কীর্ত্তি থাকিবে ধরায়,
রবি-শশী আছে যথা অনন্ত গগনে।

রাবণ। উপেক্ষার কথা রাণি ! দিগ্বিজয়ে মোর
নতশির হবে জনে জনে ; বীর বলে
না গণি অনঙ্গে ; দর্প তার সুকোমল
কামিনী-হৃদয়ে। [বেগে প্রস্থান।

মন্দো। ভুলায়ে না পাবে ত্রাণ! [পশ্চাদ্ধাবান।

দ্বিতীয় গর্ভাঙ্ক

মন্দোদরীর কক্ষ

আলুলায়িতা কেশে, শোকাতুরা বেশে
মন্দোদরী উপবিষ্ঠা

মন্দো। দানব-দুহিতা আমি রাবণ-ঘরণী,
মেঘনাদ পুত্র মম, অনুপম ধরা
মাঝে ;—কিন্তু মোর ভালে নাহি সুখলেশ !
কাঁদি আজি আমি প্রেমাধিনী একাকিনী
বসিয়া বিরলে, স্বামী মম সতত
প্রবাসী, অহর্নিশি ফিরে রণ আশে ;
মোহবশে না করে বিচার, অত্যাচার
করে পলে পলে। কি ব'লে প্রবোধি মনে ?
রাজ্যময় উঠে সদা হাহাকার, নাহি
সু-বিচার, সতীর সতীত্ব নাশ হেরি
অনায়াসে ! মন সতত অস্থির, পদ্ম

পত্রে-নীর যথা করে টলমল ; ঝরে
অবিরল আঁখি-বারি, নিবারিতে নারি
প্রেমের উচ্ছ্বাস, নাহি মিটে এ প্রেমের
পিয়াস, কিবা আশ ছার জীবনে ? দিব
বিসর্জ্জন ! অকারণ দেহ ধরি ; এই—
বিষপূর্ণ সুবর্ণ কলসী, বহুদিন
হতে রাখিয়াছি যারে সমাদরে, আজি
করি সেই বিষ পান, নির্ব্বাণ হউক
জ্বালা পতির বিরহ, কত স'ব আর ?
(ঋষি প্রদত্ত রুধির পান করণ ।)
হয়েছে সময়, অঙ্গ মম ধীরে ধীরে
হতেছে অবশ, আঁধার—আঁধার—হেরি
চারিধার, ভাল—মুদি আঁখি চিরতরে ।

শয়ন ।

তৃতীয় গর্ভাঙ্ক

রাজ-কক্ষের সম্মুখস্থ পথ

সরমা ও বিভীষণের প্রবেশ

সরমা। কহ নাথ, হৃদয় রতন, ও প্রফুল্ল
আননে কেন বিষাদ-কালিমা ? কি হেন
বেদনা উঠেছে অন্তরে ? ধরি করে, না
করিও ছলনা ; বহুদিন হ'তে প্রভু !
সেবি ও চরণ, কিন্তু হেন ভাব কভু
না হেরেছি, ভয়ে মরি, আকুল পরাণ,
করুণায় কহ তব বিষাদ কারণ !

বিভী। প্রিয়ে ! বিভীষণ হেরিছি স্বপন কালি
নিশা অবশানে, যেন লক্ষ্মী-স্বরূপিণী—
কুমারী বালিকা এক বসিয়া শিয়রে
মোর, মৃদুস্বরে কহিল আমারে, "শুন
শুন, ধার্ম্মিক প্রবর, লঙ্কেশ্বর, জ্যেষ্ঠ

তব, অহঙ্কারি রিপুবশে, অনায়াসে
যোগভঙ্গ করিল আমার হরিবারে
সতীত্ব রতন, সেকারণ ত্যজি সেই
অপবিত্র-তনু, মন্দোদরী-গর্ভে আমি
ধরিনু জনম, নাশিতে কর্ব্বুরকুল।
বিন্দু বিন্দু বারিপাতে ক্রমে যথা স্রোত
হয় প্রবাহিত, তেমতি সে রাবণের
পাপ সমুদয় হইয়া সঞ্চিত, হ'ল
প্রায়শ্চিত্ত স্রোতে আজি প্রবাহিত। হেরি
ফিরে শিয়র প্রদেশে, কিন্তু নির্ণয় না
হ'ল কিছু তায়, সেই হ'তে শঙ্কা হয়
পলে পলে; জ্বলি চিন্তানলে অহঃরহঃ।

সরমা। স্বামী তুমি, কি ক'ব অধিক, নহে ইহা
ভাবিবার কথা, বৃথা কর অন্দোলন!

বিভী। ধর সতি! বাক্য মম, হের স্থির ভাবে
করিয়া সন্ধান, গর্ভবতী হয় কিম্বা
নহে মন্দোদরী! অকারণ নাহি হয়
ঊষার স্বপন। অমঙ্গল হবে স্থির
রক্ষদল মাঝে; দশানন, জ্যেষ্ঠ মম,
না ভাবি ভবিষ্য রেখা, দর্পভরে, মহা

সংসার-সাগরে বাহি এ জীবন-তরি,
নাহি করি ভয়, জয়-স্রোতে ভেসে যায়
একাধারে ; লঙ্কা বলি না ভাবে অন্তরে।
সরমে! সরমে মরি যতবার ভাবি
সে স্বপন কথা এ মোর অন্তর মাঝে।

সরমা। বৃথা এ ভাবনা তব, স্বামী সনে নাহি
যার সহবাস, গর্ভ তার অসম্ভব।

বিভী। সরমে, জেনো' মনে, এ ধরাতল হয়
শিক্ষা-দীক্ষা স্থল, নর ও নারী ধাতার
সৃজন, পরীক্ষা কারণ, নহে উদ্দেশ্য
বিহীন, ধীর যেই জন—রিপুচয় সে
করে দমন। হের, মানবের হৃদয়
মাঝে, উচ্চ অধিকার রিপু বিনা আছে
কার? রিপুবশে অগ্রজ আমার, ত্যজি
পতিপরায়ণা আপন অঙ্গনা, পর
নারী করে আলিঙ্গন। নাহি জানে কি যে
হয় আপন আলয়ে, ক্রীড়ার পুত্তলী
ভাবে রমণীর সতীত্ব রতন। কিন্তু
হায়! সতীরে পীড়ন করে যেই জন,
না হেরি নিস্তার, অনুতাপানল তার

জীবনে মরণে সাথি। সুলোচনে, যাও
সঙ্গোপনে ত্বরা আজি রাণীর ভবনে,
আন বার্ত্তা, কি ভাবে রয়েছে মন্দোদরী।

সরমা। উতলা কি হেতু নাথ! কিঙ্করী রয়েছি
পাশে, গিয়া বার্ত্তা আমি এখনি জানিব।

[প্রস্থান

বিভী। আরে মন, কি হেতু উতলা আজি?
কেন আঁখি কাঁপিছে সঘন, অন্তস্তল
হয় বিচলিত? বুঝিতে না পারি কিছু!
যত ভাবি স্বপনের কথা, তত ব্যথা
জাগায় অন্তরে; কি করি উপায়? ভাল!
করিয়া সন্ধান, যদি হয় অনুমান,
গর্ভবতী রাণী মন্দোদরী, তা হইলে
নিশ্চয়, রক্ষ দল হবে ক্ষয় এ গর্ভ
প্রসবে; হৃদিমাঝে স্তরে স্তরে জ্বলন্ত
অক্ষরে রবে লেখা সে স্বপনের কথা।

[প্রস্থান।

চতুর্থ গর্ভাঙ্ক

সমুদ্রতটস্থ লঙ্কা

(মেঘাচ্ছন্ন আকাশে সৌদামিনী-খেলা, ঘন ঘন বজ্রনাদ ও বারিবর্ষণ)

পবনের প্রবেশ।

পবন। কর্ম্মালয় এ মহা সংসার, কর্ম্মভার
বাহক সকলে ; নিজ শক্তি বলে দেব
যক্ষ-দানব-মানব বলোচিত কর্ম্ম
সব করে সম্পাদন। প্রভঞ্জন আমি,
মমোপরি দেবোপম কর্ম্মভার বিধি
করিলা অর্পণ। বিধি-বিধি কে লঙ্ঘিবে ?
প্রচণ্ড উত্তাপ রবি করে বিকিরণ,
শশী তার বিপরীত। কর্ম্মশূর আজি,
নিজ শক্তি বলে কর্ম্মভূমে স্বীয় কাম্য
করি সমাপন, কর্ব্বুরী-কামনা-নাশ
করিব অচিরে। কে পারে রোধিতে মোরে ?

সমুদ্র গর্ভে প্রবেশোদ্যত ও তথা হইতে
বরুণের প্রবেশ।

বরুণ। হে জীব-জীবন, আজি কি সৌভাগ্য মোর,
তেঁই তব সন্দর্শন নেহারি সম্মুখে ;
কহ সুরবর, বিমল হাসির রেখা
কেন ও চারু অধরে তব ? দেব-ত্রাস
দুর্জ্জয় রাবণ-নাশ ঘটিল কি আজি ?
কহ সখে, ত্বরা করি, পাশরি পূর্ব্বের
স্মৃতি, রাবণের ভীমাকৃতি, হৃদি পটে
করি বিমোচন জুড়াই তাপিত প্রাণ।

পবন। নহে সে সৌভাগ্য, কিন্তু বটে জলেশ্বর !
সূত্রপাত আজি হ'ল তার। ওই হের
দূরে রক্ষ-কুলবধূ সমাগতা প্রায় ;
এস ! অন্তরালে মনোভাব প্রকাশিব।

(উভয়ের জলগর্ভে প্রবেশ)

আলুলায়িতা কেশে মৃণ্ময় পাত্র হস্তে ধীরে ধীরে
সরমার প্রবেশ ও জলোচ্ছ্বাস।

সরমা। ওই—ওই—উত্তাল-তরঙ্গ-মাল-পূর্ণ
পারাপারে, ময়-কন্যা-কন্যা এ অযোনী



গন্ধর্ব্ব-নন্দিনী আমি. বিভীষণ রাণী—

[মৈথিলী—৩৭ পৃঃ

সম্ভবা অচিরে বিলীন হবে। না—নারী
আমি, এ নৃশংস কাজ আমা হ'তে নাহি
হইবে সাধন। আমা সম বিধি-সৃষ্ট
ক্ষুদ্র এই বপু, হইলে রক্ষিত হতে
পারে মহা উপকার,—কিন্তু—নিশ্চয়তা
কিবা তার ? ভবিষ্য জীবন-স্রোতে হ'তে
পারে বিপরীত ; না—না—প্রতিজ্ঞায় বদ্ধ
আমি করিব পালন ;—ধীরে—ধীরে চল
মন ! মহাকার্য্য হবে করিতে সাধন।

(জলে অবতরণ)

গন্ধর্ব্ব-নন্দিনী আমি, বিভীষণ-রাণী
অকলঙ্ক রাখিবারে—রমণী-রতন,
আগমন মহাসিন্ধু-কূলে ভাসাইতে
আজি এই সে অপূর্ণ-গর্ভচ্যুত-শিশু
অস্ত্রাঘাতে বহিষ্কৃতা মন্দোদরী হ'তে।
করিয়াছি অসীম সাহস, একাকিনী
এ ঘোরা যামিনী-যোগে কর্ত্তব্য ভাবিয়া।
দুই কর্ম্ম হেরিতেছি সম্মুখে আমার,
পতির আদেশ, আনিতে স্বরূপ বার্ত্তা
যে ভাবে আছয়ে মন্দোদরী, অন্তদিকে

হায় ! সতীর সরবস্ব যায়, যদি না
গোপনে রাখি সতীর এই ব্যথা। কোন্
কার্য্য সাধন অধিক শ্রেয়ঃ ? সতী চায়
সতীর আদর ! মন্দোদরী—গর্ভজাত
অপূর্ণা কুমারী, সাগর সলিলে তুমি
হও নিমগন। গোপন রহিবে এই
রক্ষ-কুল-কথা ? প্রকাশ না হবে কভু।

(মৃণ্ময় পাত্রস্থিত মন্দোদরী কন্যাকে জলে ভাসাইয়া দেওন ও পবন প্রবাহে বিপরীত স্রোতে গমন।)

একি সমীরণ ! প্রবাহি প্রচণ্ড দাপে
দূর স্থানে ল'য়ে যাও লঙ্কার বারতা !
এ নহে সম্ভব ; রক্ষ-কথা রবে গাঁথা
চিরতরে এই সাগর তলেতে আজি ;—

(সরমার অধিকতর দূরজলে অবতরণ করিয়া পাত্রকে ধরিবার উদ্যোগ করণ, কিন্তু পবন প্রবাহে পাত্রের ও দূরতর জলে গমন ও ঘন ঘন অশনি পাত)

ওহো পুনঃপুনঃ ভীষণ গর্জ্জন, দেব-
গণ, থাকি অনন্ত গগণে অশনির
নাদে ল'য়ে যাও এই রক্ষ-কুল-কথা ?
বুঝিয়াছি স্থির ! দেবতার লীলা ইহা,
দেব বলে গর্ব্বের সঞ্চার, দেব-বলে
গর্ব্বের বিকার, দেব-বলে পেলে ত্রাণ,
দেব-বলে হইয়া পালন, দেব-কার্য্য
করিবে সাধন এই রক্ষ-বালা ; রক্ষ-
কুল নাশ হবে এই সাগর সলিলে।

(মৃণ্ময় পাত্রের উজানে প্রবাহিত হইয়া অদৃশ্য হওন, হতাশ অন্তরে সরমার সেই দিক লক্ষ করিতে করিতে প্রত্যাবৃত্ত হওন)

তৃতীয় অঙ্ক

প্রথম গর্ভাঙ্ক

ব্রহ্ম-লোক

(ব্রহ্মা, ইন্দ্র, যম, বরুণ, বৃহস্পতি, বসুধা ও
পবন আসীন।)

পবন। পূর্ণ অভিলাষ! কার সাধ্য রোধে গতি
নিয়তির ? পলে পলে করি কাল ভেদ,
অযোনিজা, উজানেতে প্রবাহি প্রবল,
মিথিলা মাঝারে তারে ক'রেছি স্থাপন ;
পিতামহ ! আত্ম-কাজ হইল সাধন,
সফল সৃজন তব !

ব্রহ্মা। কর্ম্মফল সার।
বিষ্ণুপ্রিয়া ত্যজি বৈকুণ্ঠ ভুবন, ধরি
নরাকার, অনূঢ়া বয়সে দশানন-
করে ত্যজিয়া জীবন, আবার কলত্র-

উদরে তার ধরিলা জনম, কর্ম্মফেরে
ঘটে এই সংঘটন। কিন্তু জেন' স্থির!
এক আত্মা দু'য়ে হয়ে পরিণত, খেলে
নিয়তির খেলা সদা; পরমাত্মা আছে
বিষ্ণুপদে অধিষ্ঠান; ছায়া যথা কায়া
পাশে! কর্ম্মবশে হয় আত্মা-গতাগতি!
অনর্গল বাষ্পরাশি যথা ধীরে ধীরে
মিশিলে গগনে, বিমনিল নাহি হয়,
তেমতি এ অন্তরের রিপু সমুচয়
মিশিয়া আত্মায়, পরমাত্মা করে না
মলিন, অলিপ্ত থাকে সদা, বারি যথা
পদ্ম-পত্রোপরে।

বসু। তব বলে দশানন
বলী, একি অবিচার? সহজে রাক্ষস
জাতি, অমিত বিক্রমে মাতি—অত্যাচার
করে সর্ব্বোপরি; অবলা আমি, আর না
সহিতে পারি অসীম দৌরাত্ম্য তাহার।

ব্রহ্মা। বসুধে! কালপূর্ণ যতদিন না হয়
দুরন্ত রাবণে, আনত বদনে সহ
অত্যাচার, নহে সে সামান্য জন, অতি

বিচক্ষণ ছিল বৈকুণ্ঠের দ্বারী, বিষ্ণু
অরি এবে কর্ম্মফেরে। তার তরে রমা
ত্যজিয়া আবাস, করে বাস মিথিলার
ক্ষেত্র মাঝে। যাও সতি! অপূর্ণ এখনো
রয়েছে, স্বভাবে করহ পালন তুমি।

বসু। সৌভাগ্য অপার, ত্রিদশ-পূজিতা রমা,
দুহিতা আমার হবে জগতে বিদিতা।

বরুণ। বসুমতি! ভাগ্যবতী নহ তুমি একা,
তব সম আমি তারে ধরেছি হৃদয়ে।

যম। পিতামহ! রচিয়া সুরম্য পুরী, মোরে
আধিপত্য-ভার তার প্রদানিলে তুমি,
সংসার ভবের হাটে কেনা বেচা সাঙ্গ
করি জীর্ণ তনু জীবচয় আসে তায়
পালটিতে। কিন্তু হায়, সৃষ্টি যায়, সব
ফুরায় বুঝি দুর্ম্মতি রাবণ-প্রভাবে।

ব্রহ্মা। মৃত্যুপতি, কর্ম্মফল জেন মাত্র সার!
কর্ম্মফলে লভে এ বিক্রম, কর্ম্মফলে
হইবে পতন, উচাটন বৃথা কেন?

ইন্দ্র। হে বিধাতঃ, অত্যাচার পূর্ণ মাত্রা হের
এবে লঙ্কার রাবণে! সুরকুলে দিয়া

লাজ, সাজিয়া ভীষণ সাজ, বীরদাপে
স্বেচ্ছায় জনে জনে সিংহাসনে উঠায়
বসায়, অভিপ্রায় নাহি যায় জানা ! হে
পদ্মযোনি ! করহ বিধান আজি, যাহে
অচিরাৎ লঙ্কার রাবণ হয় নাশ !

বৃহ। গুরু আমি তোমা সবাকার, ধর সবে
বাক্য মোর, চল যাই শ্রীহরি সকাশে,
যথায় এখন সেই অনন্ত-মূরতি
অনন্ত শয়নে শয়ান ; তাঁরই পাশে
মনোভাব করহ প্রকাশ, ভকতের
দাস, পূরাবেন অভিলাষ দেবতার !
সুরজ্যেষ্ঠ ! কি দেখিছ বসিয়া নীরবে,
দেবের দেবত্ব যায়, লুপ্তপ্রায় দেব
পরাক্রম ? ধীর, স্থির, নিশ্চল, অচল
অবনীরতল একমাত্র রাবণের
অত্যাচারে সঘনে কম্পিত

ব্রহ্ম। বৃহস্পতি ?

সুমতি-সুধীর, সুরশ্রেষ্ঠ মহাজ্ঞানী
তুমি, দেহ সুমন্ত্রন, যাহে ধরাতলে

চির শান্তি করয়ে বিরাজ।

বৃহ। পদ্মোযোনি!

আপনি সৃজিলা তুমি রক্ষ সমূদয়
দেখাইতে চরাচরে উচ্চতার
হয় যেরূপ পতন। স্থির কর মন,
সত্ত্ব গুণে ক'রেছ সৃজন, রজোগুণে
হইয়া বর্দ্ধন, তমোতে সংহার হবে।
দুশ্চ্যবন, প্রচেতা, পবন, এস সাথে
সহস্রাস্য পাশে অচিরে পুরিবে আশ।

[সকলের প্রস্থান।

———

দ্বিতীয় গর্ভাঙ্ক

রাজ-পথ

মেঘনাদ, বিভীষণ, শুক ও সারণের প্রবেশ

মেঘ। হায় তাত! কি ক'ব অধিক? বজ্র হ'তে
দৃঢ় হৃদি আজি সঘনে উঠিছে কাঁপি,
উচাটন মন, অলক্ষণ হেরি সদা।
প্রতিক্ষণে মনে হয়, প্রলয় প্রমাদ
বুঝি ঘটিল লঙ্কায়! দিব্য চক্ষে হেরি
লঙ্কার ভবিষ্য ছবি অতীব ভীষণ!

বিভী! বৃথা কেন চিন্তিত সুধীর? মতিমান
রাজদূত জনে জনে প্রেরি, বার্ত্তা আজি
লইব ত্বরায়; স্থির কর মতি, লঙ্কার
গৌরব-রবি অস্তমিত নাহি হইবে
সহসা। হে শুক, অমাত্য প্রধান, হের
করিয়া সন্ধান, কেবা জনমিল আজি
মহাপুণ্যবান্ শ্যামল এ ধরাতলে।

মেঘ। খুল্লতাত! সহেনা বিলম্ব আর, দেহ
আজ্ঞা, এই দণ্ডে, এই অদির প্রভাবে

খণ্ড খণ্ড করি ধরিত্রী-শির, নির্ব্বিঘ্নে
স্বর্গ-সুখ ভুঞ্জি এ লঙ্কায়, রক্ষ অরি
ধরা না ধরিবে আর।

বিভী। কাল সর্ব্বসার
বৎস! কালে লয়, কালেতে উৎপত্তি
হয়, কালাধীন এই ভব-সংসার।
কালেতে ধর এ জীবন, কালে হইবে
বিলীন, মহাপাপ স্ত্রীবধ পাতকে কি
কাজ অর্জ্জনে ধীমান! ভুবন-বিজয়ী
বিক্রমে কেশরী জনক তোমার, তুমি
বাসব-বিজয়ী। সহোদর কুম্ভকর্ণ
মম, অনুপম বলে, একত্র থাকিলে
সবে, লঙ্কার এ সিংহাসন অচল
রহিবে, যথা রবি শশী অম্বর মাঝে।

মেঘ। হে পিতৃব্য! তব বাক্যে বিমুগ্ধ পরাণ,
কি আর কহিব? শুভাশুভ এ রাজ্যের
লক্ষণ হেরি, করহ মঙ্গল বিধান।

বিভী। দূতশ্রেষ্ঠ হে শুক সারণ, এস সাথে,
স্বয়ং যাইব আজি নগর ভ্রমণে।

উভয়ে। যথা আজ্ঞা মহারাজ।

[সকলের প্রস্থান

তৃতীয় গর্ভাঙ্ক

ক্ষীরোদ-সাগর

(সাগর বক্ষে অনন্তশয়নে নারায়ণ শায়িত,
কূলে দেবগণ আসীন)

নারা। সুরীবর, নহি বিস্মরণ, জাগে স্মৃতি,
সে বৈকুণ্ঠ ভুবনে অভিশাপ লভেছি
দুর্জ্জয়। ত্যজহ সংশয়! পূর্ণ হবে
আকিঞ্চন; হের নিদর্শন, কাল চক্রে
অবিরত ঘুরি, প্রেমময়ী রমা মোর
ধরায় উদিতা। বৃথা ভয়, প্রত্যয়েতে
বাঁধ বুক, অহম্ এ স্মৃতি-জ্ঞান, করি
দান বিস্মৃতি-সলিলে, তমোময় ধরি
নরাকার, ধরাতলে ধরিব জনম;
অখণ্ডন নিয়তির রেখা, সমাভাবে
রবে দীপ্তিমান অনন্ত কালের তরে।

বৃহ। একমাত্র ভরসা তোমারই হরি!

দেবেন্দ্রমণ্ডলে। তুমি আদি, তুমি অন্ত!
যুগে যুগে বার বার ধরি নব অঙ্গ,
খেল রঙ্গ নিতি নব ; এবে হে শ্রীপতি!
সবার মিনতি রাখ, নররূপ ধরি
ধরায়-রাবণ সূদন নাম প্রচারহ
লীলাবশে, ত্রাস যাবে দেবের সমাজে।

ব্রহ্মা। নারায়ণ, দশাননে দিয়াছি অভয়,
দেব যক্ষ-গন্ধর্ব্ব-কিন্নর, সক্ষম না
হবে কেহ বিনাশিতে তায়, এবে তুমি
হে উপায় কর দয়াময়! নরাকার
ধরি অরিরূপে রক্ষরাজে নাশ ত্বরা,
নহে সৃষ্টি হবে লয়, প্রলয় ঘটিবে।

বিষ্ণু। ভাল বিধি! বিধি তব হবে সম্পূরণ ;
কিন্তু এক কথা শুনহ বিধাতা, শিব-
শক্তি বিনা কেমনে হইবে সংহার?

বৃহ। (সহাস্যে) সে ভার আমার ওহে বঙ্কিম বিহারি!
স্তবে তুষ্ট সদা বিভোর ভোলা, বিধাতা,
পবনাদি যত দেবগণ, জনে জনে
ধরি নানা রূপ বিশ্বমাঝে, সহায়তা
করিব তোমার। অঙ্গীকার রবে ঠিক,

সৃষ্টি থাকে ধরাতলে তোমার উদয়ে।

বিষ্ণু। সংসার সাগর বিধি অখিল বিস্তার,
ঊর্ম্মি সম খেলে প্রাণীগণ রিপুচয়-
স্রোতে ; নাহি রয় আত্ম-স্মৃতি, বিস্মৃতির
মোহে পড়ে, হৃদি-তন্ত্রী বাঁধা থাকে সদা
মমতা বন্ধনে । কেমনে বলহে বিধি !
বার বার ধরি নরাকার, ধরাতলে
মানব আচারে ফিরি ? আত্ম-বলে
করিয়া সৃজন, যবে দানিলে অভয়,
প্রয়োজন ছিল কি আমায় ? এবে চাহ
মোরে করিবারে নিমিত্তের ভাগী ? ভাল,
আমি কর্ত্তব্যেরই অনুগামী, কর্ত্তব্য
বাঁধিয়া বুকে, কর্ত্তব্যেরই অনুরোধে,
মহাকার্য্য হেরি অবনীতে ! একাঙ্গে না
হবে তাহা সমাপন, সেই সে কারণ,
হের হের এই নবীন মূরতি মোর !

(সহসা বামে লক্ষ্মী সহ চারি মূর্ত্তিতে
পরিবর্ত্তিত হওন।)

সকলে। জয় হরি দয়াময়, আর কিবা ভয় !

(সহসা জলবালাগণের আবির্ভাব ও গীত)

জল-বালা। (গীত)

মুরতি নবীনে, দেব নারায়ণে
হের হের মেলিয়া নয়ন।
বামেতে কিশোরী, রূপের মাধুরী,
মরি—কিবা চিত-বিমোহন॥
স্ব-অঙ্গ শ্রীহরি, বিভকত করি,
চতুরূপে আজি অবতারণ।
কিবা আশে পাশে, লয়িবার আশে,
অপরূপ রক্ষ নিসূদন॥

চতুর্থ গর্ভাঙ্ক

রাজ-অন্তঃপুর

(জনক-মহিষীর গীত গাহিতে গাহিতে প্রবেশ)

জনক, ম। (গীত)

আশা-আশে, ব'সে ব'সে
কাল-রেখা কালে মিশায়।
একি হায়, ঘোর দায়,
আশা-নেশা ত' না যায়॥
অধর কুঞ্চিত হ'ল, দিনে দিনে দিন গেল
ও মন, আর কেন ভুল;
মিছে সে ছার আশায়।

আর কেন মন? আশার ছলনায় আর কতদিন মুগ্ধ হ'য়ে থাক? অয়ি আশে, তোমার কি বিশ্ববিমোহিনী শক্তি, তা'না হ'লে এই যৌবনের শেষাবস্থাও সংসার-সাগরের স্ফটিক সলিলে তোমারই প্রতিবিম্ব দেখি। এখনও মনে হয় যে, আমি মাতৃস্নেহে পুত্রধনে কোলে পা'ব। আশা, তোমার কুহকেই মুগ্ধ হ'য়ে অতুল ঐশ্বর্য্যের অধিপতি আমার প্রাণপতি আজ পুত্রকামনায় শঙ্করাধনায় রত। হাঃ ভগবান্!

এমন কি পাপ ক'রেছিলাম, যাতে আমায় এ জন্মে তুমি পুত্র স্নেহে বঞ্চিতা কোর্‌লে। হাঃ অদৃষ্ট! এ জন্মে ত' আর কেউ মা, মা, ব'লে ডাকলে না, যাই নিজেই মুখ ভরে জীবনের শেষ পর্য্যন্ত মা ভগবতীকে মা, মা, ব'লে ডেকে নি। রে মন, তোমার চাঞ্চল্য কি কিছুতেই গেল না? তুমি আশারই দাস; হায়, ঘটনাস্রোতে সংসারে এসেছিলাম, ঘটনাস্রোতে ভেসে যাব। এই অনিত্য সংসারে সকলই লয় হবে! বৃক্ষ পত্র সকল যেমন শুষ্ক হ'য়ে ঝ'র পড়ে আবার নব নব পত্র-পল্লবে সুশোভিত হ'য়ে, সেই বৃক্ষের অস্তিত্ব রক্ষা করে, তেমনি জীবচয় জীবন ত্যাগ করে, কিন্তু তাহাদের বংশধরগণ পুরুষানুক্রমে তাহাদিগের অস্তিত্বের পরিচয় দেয়। হায়! আমাদিগের এমন দুরদৃষ্ট যে ভগবান্ সে অস্তিত্বও রাখলেন্ না। হাঃ অদৃষ্ট!

[প্রস্থান।

পঞ্চম গর্ভাঙ্ক

শিব-লোক

হর-পার্ব্বতী দৃশ্য

পার্ব্ব। ভোলানাথ, ত্রিলোচন করি উন্মিলন,
ত্রিধার ঘটনা-স্রোত কর বিলোকন
আজি! হের অতীত ঘটনা, স্বাধ্বী-সতী
বিষ্ণুপ্রিয়া রমার উৎপত্তি ধরায়,
বর্ত্তমান কিবা মনোহর হের, মিথিলার
অধিপতি, ত্যজি অতুল সম্পত্তি, করে
আরাধনা তব! ভবিতব্য কি ভীষণ?
পূর্ণব্রহ্ম নারায়ণ, ভূভার হরিতে
চতুর্মূর্ত্তি ক'রেছে ধারণ; হেথ' তুমি
অনুক্ষণ ভাঙেতে বিভোর, ভক্ত রোল
না শুন শ্রবণে?

হর। ভক্ত মান, ভক্ত মম
প্রাণের সমান, নহে আন তায়! কিন্তু,
তনয়-আশা ধরিয়া অন্তরে, জনক

নৃপতি উপাসনা করে মোর, কেমনে
পূরাই তাহা বল ত শঙ্করি! উপায়
না হেরি সান্ত্বাইতে সে ভকত-প্রবরে।

পার্ব্ব। পুত্র অকিঞ্চন জনক রাজন, পুত্র
দানে ছলনায় তুষহ তাহার মন।

হর। পুত্র কন্যা নাহি ভালে তার, কিবা দোষ
মোর? কা'র ধন কারে আমি অর্পিবারে
পারি? কার সাধ্য সতি! নিয়তি লঙ্ঘনে?

পার্ব্ব। শুন নাথ উপায় তাহার, দৈববলে
মন্দোদরী গর্ভ-জাত-ত্যক্ত-সুতা পূর্ণ
অঙ্গ এতদিনে বসুধা-পালনে যেই,
বররূপে দেহ তাহা এই জনকেরে!
কীর্ত্তি রবে, জগৎ দেখিবে বসুন্ধরা
সুতা আবির্ভূতা জনকের তপস্যার
বলে; জনকও তরিবে, অন্তিমেতে
গোলোকে পাবে স্থান, লক্ষ্মীরূপা নারীর
পালনে;—ক্রমে কাল আকর্ষণে—ধরায়
লক্ষ্মী-নারায়ণ হইবে মিলন যোগ।

হর। ভাল সতি! উপযুক্ত যুক্তি এ তোমার,
শুভক্ষণে জনকে হলব্রতে করিয়া

নিযুক্ত, কর্ম্মক্ষেত্র কৃষি ক্ষেত্রে, রমার
উৎপত্তি আমি মিথিলায় প্রচারিব।
মোহ যাবে, মম বরে জনক ভূপতি
পাবে কোলে স্নেহের সন্ততি। ত্রিভুবনে
কহিবেক চরাচরে, জনক-নন্দিনী
সীতা "মৈথিলী" বলিয়া।

[উভয়ের অন্তর্দ্ধান।

ষষ্ঠ গর্ভাঙ্ক

তপলোক

কুশধ্বজ ও বৃহস্পতি আসীন

কুশ। কালের বিচিত্র স্রোত, বিচিত্র প্রবাহ,
কেমনে জানিব তাত! মূঢ় আমি, কহ
দেব, অকৃতি সন্তানে, কেমনে করিবে
ভ্রমণ পূর্ণব্রহ্ম নারায়ণ, ধরায়
মানব আকারে? কেমনে হইয়ে বল
কাল-পরবশ সামান্য মানব সম
সহিবেক ক্লেশ?

বৃহ। মতিমান তুমি বৎস্য!
জেন', হরিতে ভুভার অবতার নরাকারে
আপনি শ্রীহরি, দেখাইতে চরাচরে
যন্ত্রণা দানিতে পরে, নিজোপরে কত
পড়ে দুঃখ! মনেতে বাসনা ধরে নাশ
অপরের; এই হেতু অশেষ যন্ত্রণা
পাবে, অতিকৃচ্ছ ভাবে যাপিবে জীবন।

কুশ। হে তাত! কেমনে সহিবে ক্লেশ নন্দিনী
আমার? কেমনে করিবে বল চিত্তের
চাঞ্চল্য নাশ, যবে অবলা পতি-ব্যথা
জানিবে মরমে!

বৃহ। নাহি সে নন্দিনী আর?
এবে কৃতান্ত কবল স্রোতে অবগাহি
দেহ, ভিন্নাকৃতি পরমা প্রকৃতি রূপে
ধরা মাঝে আবির্ভূতা; পূর্ব্বকৃত কর্ম্ম
ফল আপনি সহিবে বালা, প্রতিহিংসা-
জ্বালা করিতে নির্ব্বাণ, হবে অধিষ্ঠান
ধরাতলে, ইথে চায় ক্লেশ-শ্রম-বারি।
জীব পাশে অবিরত নিয়তি ফিরিছে,
নিয়তি ছলনে হয় চিত্তের বিকার,
অনিশ্চয় অধিকার করি, পাশরিয়া
নিজবল, পরস্পরে করে কোলাহল।
বিষময় ফল, অনুতাপ হৃদে ধরি
জীবচয় দোষে সদা বিধির বিধান।
বৎস্য! যাঁর ধ্যানে পূর্ব্বকালে তনয়া
তোমার, কুমারীর মঙ্গল ব্রত সাধি
অবিরত, নররূপী দেব নারায়ণে

ধরিতে আছিলা যোগেতে মগন, পূর্ণ
তাহা এতদিনে। কাল আকর্ষণে সেই
পূর্ণব্রহ্ম, স্ব-মূরতি চারি অঙ্গে করি
বিভকত, ভব-নদী স্রোত একাধারে
বাহিত করিতে, তরাইতে পাপী তাপী-
জনে, শুভক্ষণে ধরিলা জনম আজি।
আকিঞ্চন পূরিবে সবার, ভবপারে
ভাসাইল তরি, কাণ্ডারী রূপেতে হরি
স্বয়ং আপনি ; নন্দিনী তোমার, পূর্ব্ব
জন্মে যাঁর আশে, দেহ পাত ক'রেছে
আপন, সেই বেদবতী এবে নিয়তি
ছলনে, কর্ম্মবীর আদর্শ রামরূপী
নারায়ণে করিবে বরণ, কিন্তু হায়!
প্রতিহিংসা নির্ব্বাপনে জ্বালা সহি সদা,
কালের প্রবাহে যাইবে চলিয়া, সেই
গোলোক পূরীতে সাধিয়া আপন কাজ।

চতুর্থ অঙ্ক

প্রথম গর্ভাঙ্ক

মিথিলাস্থ কৃষিক্ষেত্র

(এক ভূপতিত মৃণ্ময়পাত্র দেখিতে দেখিতে

জনক রাজা। একি হেরি হলি অগ্রে মোর ? মেঘাবৃত
শশীসম, কিবা আভা মনোলোভা করি
বিলোকন, কি মোহিনী ঠাম ! সর্ব্বকাম
হয় নাশ জ্যোতির বিকাশে। স্নেহরসে
গলি, ব্যাকুল পরাণ হেরিতে মাধুরি।

(পাত্রের নিকটস্থ হওন)

কি হেরি ! ত্বিষাম্পতি-কর সম, ঝলসি
হৃদয় মম, নয়নে আনন্দধারা করে
বরিষণ।

(সহসা মহাদেবের আবির্ভাব)

মহা। নেহার রাজন্! স্থির চিত্তে
করি আন্দোলন; যার তরে ত্যজি গৃহ
দার, উপাসনা করেছ আমার, এবে
সেই ধন, যাহে চির অকিঞ্চন তুমি
ঋষিবর! প্রসবিলা উর্ব্বরা ধরিত্রী,
তব হল ব্রত-মহা-যজ্ঞ সমাপনে।
মতিমান্ ধরাপতি তুমি হে রাজর্ষি!
দশদিশি তব অধিকার, ধর বাক্য
মোর; ত্যজি চিত্তের বিকার, জনকত্ব
ভার এর করহ গ্রহণ। মম বরে
পূরিবে কামনা! দিব্য চক্ষু উন্মিলন
করি, কর দরশন, উদিলা সিতাগ্রে
আজি মোক্ষ-ফল-ডালা আঁধার জগতে।

(মৃণ্ময় পাত্রের নিকটস্থ হইয়া পাত্র মধ্য হইতে মৈথিলীকে উত্তোলন করিয়া জনকের হস্তে অর্পণ।)

স্থির চিত্তে ধর উপহার, যদি থাকে
ভকতির ধার, পাইবে নিস্তার ঘোর

সংসার বন্ধনে ! অন্তে পাবে গোলোকে
আবাস, সর্ব্বশক্তি-স্বরূপিনী তনয়া
পালনে।

জনক। প্রণমামি ও রাজীব চরণে !

মহা। (বাধা প্রদানপূর্ব্বক)
যাও বৎস ! আলয়ে তোমার, স্নেহাধার
অমূল্য এ ধন, রাজ্ঞী-করে সমর্পণ
করি, সুস্থ কর ত্বরা মনঃ প্রাণ তার।

[অন্তর্দ্ধান ।

জনক। দেবদেব তুমি মহাদেব, দেব-মায়া
ভেদিতে নারিল দাস, অভিলাষ ছিল
আজীবন, সেবি তব শ্রীচরণ নিজ
আকিঞ্চন করিব পূরণ। কিন্তু আজি
তব বরে সফলকাম ; হে গুণধাম,
অচিন্ত চিন্ময়, সৃষ্টি-স্থিতি-লয় তোমা
হ'তে হয়, কি জানিব মহিমা তোমার ?
সংসার-সাগরে ভাসি, কূল নাহি পাই,
যথা যাই নৈরাশ্য অপার। তাই বুঝি

লীলাধার, ভবঘোরে ফেলিয়া আবার,
স্নেহময়ী দুহিতা-রূপিণী-তরি, ভব
পার তরে করিলে অর্পণ, ভাল, ভাল,
ইচ্ছাময় ! তব ইচ্ছা হউক পূরণ।

[মৈথিলীকে লইয়া প্রস্থান



দ্বিতীয় গর্ভাঙ্ক

লঙ্কাপুরি—রাজ-সভা

(সিংহাসনে রাবণ উপবিষ্ঠ, পার্শ্বে বিভীষণ, মেঘনাদ, শুক, সারণ ও অন্যান্য সভা-সদ্‌গণ আসীন।)

রাবণ। সহসা কেন আজি শিরোশোভা কাঁপিছে
সঘন? কাঁপে সিংহাসন, কাঁপে আঁখি,
কাঁপে বক্ষস্থল, কাঁপে এই ধরাতল
ভূকম্পন সম! এ কি? যেই দিকে ফিরি,
হেরি ঐ বহ্নিরাশি ধূ ধূ জ্বলে ধাঁধিয়া
নয়ন মোর! চিন্তা ঘোর উদিয়া হৃদে
ডুবায় অনন্ত আঁধারে। এ ভীমদেহ—
সহ বল অপ্রমেয়, এই বজ্রমুষ্টি—
দেবসৃষ্টি—বিপর্য্যয় যাহার প্রভাবে,
আজি তাহা পলে পলে হ'তেছে অবশ।
পুনঃ ও কি ধ্বনি? শুন ধার্ম্মিক অগ্রণি!
শুনরে নন্দন, শুন শুন সভাসদগণ,

পুরনিবাসিনী যেন কে রমণী, মম
নাম ধরি, ক্ষীণকণ্ঠে করিছে রোদন!
কহ ভাই বিভীষণ! হেন নিদর্শন
অমঙ্গল নহে কি রাজ্যের?

বিভী। রক্ষোমণি,
হেন অনুমানি যেন শুভক্ষণে নব
দানবারি নর জন্মিলা ধরায়, হবে
তায় হাহাকার রক্ষ-পুরে; অধিক কি
ক'ব, তব সম আমারও হৃদি মাঝে
পলে পলে জাগি উঠে ভীতির সঞ্চার!

মেঘ। হে পিতৃব্য! হেন বাক্য উপহাস্য তব!
স্বয়ং আপনি—যিনি ত্রিভুবনজয়ী,—
পুত্র যাঁর ইন্দ্রজিৎ ভুবন-বিখ্যাত,
কি ভয় তাঁহার বল জগৎ মাঝারে?
বৈশ্বানর বরে, নাহি আর শমনের
ডর, দেবযক্ষ যে হয় সে হয়, ভয়ে
নত করে শির লঙ্কার বীরত্ব স্মরি!

বিভী। সত্য রে বাছনি! কিন্তু হেন অনুমানি
বহুদিন গতপ্রায়, সেই সে ঘটনা,
ভাবি যাহা, পিতৃ সম তোমারো অন্তর

থর থর হ'য়েছে কম্পিত, আজিও তা
স্মৃতির বিমল পটে রয়েছে অঙ্কিত।
মেঘ। অতীত ঘটনা এবে বৃথা আলোচিত।
বিভী। কহি তাই আমিও সুধীর! অতীতের
বীরত্ব গাঁথা, বিস্মৃতির অতল-নীরে
করি নিমজ্জিত, নবোৎসাহে হও হে
তৎপর নাশিতে এ নব অরি; দিনে
দিনে দিন হরি, দিনমণি দিষ্ট দিন
করিছে বিমল; মেলি আঁখি, অস্তাচল-
গামী হের রক্ষ-কুল-সৌভাগ্য-ভাস্কর।
রাবণ। বিভীষণ! বিভীষণ বিভীষিকা নাহি
ডরি, ত্রৈলোক্য সাধয়ে যদি বৈরী-ভাব
মোর, তথাপি জানিও স্থির, অয়ঃসম
এ হৃদয়, বজ্রে যাহা নত নয়, তাহা
হবে ক্ষণতরে ভীত! বীর-চিত, তর্জ্জনী
শাসনে কভু হয় কি কম্পিত? ভুবন
পূজিত দেবেশ দেবেশী যার বাঁধা
লঙ্কাপুরে, অমরনিকরে আজ্ঞা যার
পালে অবনত শিরে, কি ভয় তাহার?
বিরিঞ্চি-বরে, দেব-যক্ষ-গন্ধর্ব্ব-সবে

করিয়াছি পরাভূত ; কি ছার সে নর !
কিবা ডর ? ভক্ষ্য মাঝে ধর্ত্তব্য আমার।

বিভী। মতিভ্রম মাত্র তব, দেব নারায়ণ
লভিলা জনম আজি, সাধিতে স্বর্গতি
রক্ষ সবে ; সাধ্য কার নিয়তি লঙ্ঘনে ?

রাবণ। ভাল ভাই ! তব বাক্যে অভিমত মোর !
হে শুক, অমাত্যবর, হের স্বর্গ-মর্ত্ত-
রসাতল মাঝে করিয়া সন্ধান, কোন
জন লভিলা জনম আজি ? দৃঢ় করি
মন দানহ সংবাদ। অচিরে নাশিব
তারে, নহিলে বিলম্বে বিপদ সম্ভব।

শুক ও সা। যথা আজ্ঞা মহারাজ !

[প্রস্থান।

মেঘ। বৃথা এ বিলম্ব তাত ! দেহ আজ্ঞা আনি
অবিলম্বে শরাসন, তীক্ষ্ণ বাণ যোজি
তায়, ভেদি এ মেদিনী আনাই এখনি
আমি জগতের স্বরূপ বারতা।

রাবণ। উতলা হওনা মেঘনাদ ! অল্পমতি
অনুজ আমার, ভ্রান্তিবশে কহে হেন

ভাষ, জানিও স্থির, অরি নাই জগতে
আমার কেহ !

সভাসদগণ। ভাল, ভাল, বুঝা যাবে ফিরে আসিলে
সারণ, শুক।

(সভাভঙ্গ)

তৃতীয় গর্ভাঙ্ক

অযোধ্যার রাজপথ

শুক ও সারণের প্রবেশ

শুক। রে সারণ, সার্থক জনম আজি হ'ল
দোঁহাকার, নরাকারে হেরি আহা লক্ষ্মী-
নারায়ণে ; কিন্তু রাখ মনে, এ কাহিনী
নাহি ক'ব মোরা দোঁহে রাজা দশাননে।

সারণ। হে শুক ! যে মুরতি হেরিনু নয়নে মোরা,
কি ভয় রাবণে তাঁর ? সেই পূর্ণব্রহ্ম
নারায়ণ বিরাজিছেন পুরে, নেহার
অদূরে ঐ প্রভুর আবাস, ভক্ত্যুচ্ছ্বাস
বিলাইতেছে সবে,—ঘরে ঘরে আনন্দ-
লহরী খেলে, দামিনী-সম জ্বলে যত
রত্নের প্রদীপ, সুখস্থান নাহি হয়
অনুমান ইহা হ'তে বৈকুণ্ঠ-ভুবন।

শুক। সত্য বটে, কিন্তু হেন লয় মোর মনে,
দশানন শুনে কথা ঘটাবে প্রলয় !

সারণ। অজ্ঞানে অজ্ঞতা অপার ! যাঁর মানসে
হয় সৃষ্টি-স্থিতি-লয়, কোটী কোটী কোটী
দশানন হইয়া উৎপত্তি, প্রতিপালে
কালের যে গতি, চিন্ময় মুরতি সেই
দশরথ-ঘরে, কি ভয় ইঁহার শুক !
দুরন্ত রাবণে ? অতি দর্পে দর্পিত সে
দুর্ম্মতি, লভিবে স্বগতি ত্বরা প্রভুর
শ্রীকরে ; এস সাথে, যথা সাধ্য রাখিব
গোপনে এ অযোধ্যায় রাম-জন্ম-কথা।

[উভয়ের প্রস্থান।

চতুর্থ গর্ভাঙ্ক

মিথিলা রাজ্য—রাজান্তঃপুর।

জনক রাজা ও মহিষী আসীন

জ-রা। প্রিয়ে! পেয়ে কোলে স্নেহের সন্ততি, দিনে দিনে প্রাণ মোর হ'তেছে অস্থির। নাহি জানি, কেমনে সমর্পিব তারে যোগ্য পতি-করে। এতদিন ছিল না তনয়া, এ কাল ভাবনা-মেঘ, ঘেরিত না এ হৃদয় আকাশ।

জ-ম। শিব-বরে পেয়ে সীতা, কি চিন্তা পরিণয়ে তার? সুলক্ষণা সে মোর ললনা, সুপাত্র আসিবে অনেক, ইচ্ছা মত বরমাল্য দিবে বালা যোগ্য পতি-গলে।

জ-রা। তব যোগ্য বাণী ইহা, কিন্তু হিয়া হয় বিচলিত, যবে বালা পিতঃ

ব'লে করি সম্বোধন ধেয়ে আসে পাশে।
প্রাণের পুতলী সে যে নয়নের মণি,
স্বামীর আলয়ে সে গেলে চলিয়ে, প্রাণে
কেমনে ধৈরজ ধরি রহিব এ পুরে!

জ-ম। তুলনা সে কথা, সেই দিন পড়ে যদি
মনে মোর, হৃদি হয় অতীব ব্যাকুল।

জ-রা। সুমধ্যমে! সরলা সুমতি সে মৈথিলী
সুষমা, অনুপম হেরি অঙ্গ তার, তব
স্নেহে হ'য়েছে বৰ্দ্ধন, তব পাশে রহে
অনুক্ষণ, তব কাৰ্য্য করহ সাধন,
কোমল তাহার মন, স্নেহ রসে করি
আলোড়ন, পতি-ভক্তি, পতি-সেবা আদি
যথাবিধি শিখাও সুনীতি, অতুলন
চরিত্র ফুটাও তার, তব শিক্ষাদানে।

জ-ম। সে নহে তেমন নাথ! সঙ্গী-সাথ খেলে
এতদিন, কিন্তু বিবাদ না করে কভু।
বৃথা ক্রোধ, হিংসা, দ্বেষ, অসূয়া ব্যাভার,
নাহি জানে প্রাণসম মৈথিলী আমার।

বিদূষকের প্রবেশ।

বিদূ। মহারাজ যে, বাল একবার অভাগাকে খবরটা

দিতে হয়, লুচি মণ্ডার ব্যবস্থা হচ্ছে,—তা' খবর না পেলেও এ ব্রাহ্মণ গন্ধ শুঁকে শুঁকে দৌড়ে আস্‌ছে। বাবা, লুচির গন্ধ বড় সোজা নয়—অনেক দূর পর্য্যন্ত ছোটে, আর মণ্ডা, তার ত কথাই নেই, হাঁ ক'রে ভিতরে ফেলে দিলেই প্রাণ ঠাণ্ডা।

জ-রা। সখে, বলছ কি, লুচির গন্ধ এখানে কোথায় ?

বিদূ। আর সখা, ভাড়াও কেন, এই এত সুপাত্র আসছে, প্রাণে ব্যথা উতলে পড়ছেঁ, এতেও কথন বুঝতে বাকী থাকে কি ?

জ-মা। না ঠাকুর! ও সব কিছু নয়, তুমি আমার মৈথিলীর বিয়ের যোগাড় দেখ। দেখতে দেখতে সে বড় হ'য়ে পড়ছে,—মেয়ে ছেলে পরের ঘরে যাবে, তবে ভাল পাত্রের হাতে পড়্‌লেই সুখ।

বিদূ। কিছু ভেবোনা রাণি! কিছু ভেবোনা,—তুমি আমার আরও এক হাঁড়ি মোণ্ডার নিত্য ব্যবস্থা কর, ও যে মেয়ের লক্ষণ, তাতে কিছু ভাবনা নেই, ভুই ফুঁড়ে মেয়ে উঠেছে—পাত্রও আকাশ ফুঁড়ে জুটবে।

এক দ্বারীর প্রবেশ।

দ্বারী। অবধান কর নরবর, উপনীত
পশ্চিম দ্বারেতে, যোগী এক তেজঃ-পুঞ্জ

কায়, ভয়ঙ্কর ধনু করে, পৃষ্ঠে ধরি
তূণ, আকিঞ্চন করে তব দরশন।

জ-রা। ল'য়ে এস তাঁরে ত্বরা অতি সমাদরে।

দ্বারীর প্রস্থান ও পরশুরামের সহিত
পুনঃ প্রবেশ।

জ-রা। এস এস যোগীবর, সৌভাগ্য আমার
আজি, তেঁই তব পদার্পণে সুপবিত্র
হইল মোর এ মহানগরী, কহ হে
তাপস! কিবা আশে হেথায় আগমন?

পরশু। হে রাজন! শুনিনু স্বয়ম্ভু-মুখে, কন্যা
তব সুলক্ষণা সরলা সুমতি, দিনে
দিনে হতেছে বর্দ্ধন; এই আকিঞ্চন
করি তব পাশে, পরিণয় দেহ তার
মোর সনে, সুখে র'ব চিরতরে। কিন্তু
নহে এবে, যাইতেছি যোগ আরাধনে,
নিজ কার্য্য করিয়া সাধন, আসিব
আবার ফিরে, অঙ্গীকারে বদ্ধ রহ তুমি।

জ-রা! কন্যা মম তব করে হ'লে সমর্পণ,
বহু ভাগ্য মানি ইথে; কহ দ্বিজবর,
কতদিনে পুনঃ তব হবে আগমন?

পরশু। নিশ্চয়তা নাহি তার, কিন্তু নরনাথ!
ধর আজি এই শিব-দত্ত ধনু মোর,
করি এ আদেশ, প্রত্যাগম পূরবে
আমার, ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয় কিম্বা যে হোক্
সে হোক্, গুণ দিলে এই ধনুকেতে
কন্যা তব সুরূপা সুমতি সঁপিও
তাহায়, দেশে দেশে এই বার্ত্তা করিও
জ্ঞাপন, "কন্যা-সম্প্রদানে ধনুর্ভঙ্গ
পণ মম অচল অটল হৃদি মাঝে।"

(স্বীয় হস্তস্থিত হর-দত্ত ধনু প্রদান।)

জ-রা। বিপ্রবর, তবাদেশ শিরোধার্য্য মোর।

[পরশুরামের প্রস্থান।

বিদু। বাস্, দেখ্‌লে রাণী। পাত্র আপনি এসে উপস্থিত, তুমি মণ্ডা খাওয়াও, আমি প্রাণ ঠাণ্ডা ক'রে আশীর্ব্বাদ করছি, তোমার মৈথিলী জগতের আদর্শ দুহিতা হবে। ভারতের ঘরে ঘরে লোকে তার নাম যুগ যুগান্তর কাল ঘোষনা করবে। আহা সরলা বালিকা যখন সখীদের সঙ্গে পুষ্পোদ্যানে দেব গুণ গান করতে করতে সানন্দে পরিভ্রমণ করে, তখন তাকে দেখ্‌লে, আমার মোণ্ডার হাঁড়ি ফেলে, তার কাছে ছুটে যেতে ইচ্ছা হয়।

জ-মহি। এই যে, বাছা আমার গান কর্‌তে কর্‌তে সখীদের সঙ্গে এই দিকেই আস্‌ছ।

(সখীগণের সহিত মৈথিলীর গীত গাহিতে গাহিতে প্রবেশ।)

সখীগণ ও মৈ। (গীত)

জয় শিব জয় শিব নমো নমো শিব শিব
শিব শিব শিব ব'লে নাশিব সব অশিব।
শিব শিব শিব ব'লে ভব-ভয় যাব ভুলে
হাসিব নাচিব সদা বলিব জয় শিব শিব॥
বদনে বলিব শিব, হৃদয়ে হেরিব শিব
শিব শিব শিব ব'লে ভূমিতলে লুটাইব।
বাসনা সব ত্যজিব অঙ্গেতে ভস্ম মাখিব
শিব শিব শিব ব'লে গলে ফণি দোলাইব॥
শিব শিব শিব ব'লে ভাসিব নয়ন জলে
পাপরাশি ধুয়ে ফেলে কৈলাসেতে পলাইব।
সেথানে আনন্দমনে মিলি ভূত প্রেতসনে
শিব বামে শিব রাণী হেরে প্রাণ জুড়াইব॥

১ম। দেখ্‌ ভাই! এখানে একটা কি প্রকাণ্ড ধনুক পড়ে রয়েছে, উঃ কি ভয়ানক—দেখলে ভয় করে।

মৈথি। (ধনুকে হাত দিয়া) তাইত, উঃ এটা কি ভারি! হাঁ, বাবা! এ ধনুক কোথা হ'তে এল?

জন। মা! এই দুর্জ্জয় ধনুকে যে গুণ দিয়ে ভাঙতে পারবে, তারই সঙ্গে তোমার বিয়ে হ'বে।

মৈথি। এ ধনুক কি ভাঙা যায় বাবা, এ ধনুক কেউ ভাঙতে পারবে না, তবে বুঝি আমার বিয়েও হবে না।

বিদূ। আহা—প্রতি বাক্যে সরলতা মাখা; যেন আমার সাধের রসগোল্লার রস ঝর্‌ছে।

জনক। দেবলীলা শুন মা মৈথিলী! স্বয়ম্ভূর
ছলনায় পাইয়াছি তোমা, পুনরায়
তাঁর ছল হেরি পরিণয়ে তব। কেবা
আমি, কি করিতে পারি? ভার্গবের
পাশে করিয়াছি দারুণ প্রতিজ্ঞা, যেই
জন গুণ দিবে হর ধনুকেতে, তার
সনে দিব তব পরিণয়; অদৃষ্টের
লেখা না হবে খণ্ডন, উচাটন বৃথা
কেন হব? দেখিব—কেবা সেই পুরুষ
প্রধান, পারে শিব ধনু ভাঙ্গিবারে।

বিদূ। যে ভাঙবার সে ভাঙ্‌বে, সে জন্য ভাবনা কি রাজা? যা মা তোরা শিব নাম গান করতে করতে খেলা কর্‌গে, আমি তোদের খুব পেট ভরে খাওয়াব,

তোরা ভাবছিস কি? এই ধনুক ভাঙ্গা পণে জনকের ঘরে মহাপুরুষের পদার্পণ হ'বে, আমি দিব্য চক্ষে বেশ দেখছি।

সখীগণ। যা হয় হবে—আয় ভাই! আমরা সব গান করতে করতে বাগানে ফুল তুলিগে।

[সখীগণের সহিত মৈথিলীর পূর্ব্ববৎ গান গাহিতে গাহিতে প্রস্থান।

যবনিকা

সকলকেই পড়িতে অনুরোধ করি
প্রতিভাবান্ সুলেখক
শ্রীযুক্ত বঙ্কুবিহারী ধর-প্রণীত

সচিত্র উপন্যাসাবলী

বঙ্গসাহিত্যে বেশ প্রতিষ্ঠা লাভ করিয়াছে। গার্হস্থ্য ও সমাজ চিত্র অঙ্কনে গ্রন্থকার সিদ্ধহস্ত—এ কথা আমাদিগের নিজস্ব নহে—দেশের গণ্য-মান্য শিক্ষিত সমাজ ও সুধীবৃন্দ তাহা এক বাক্যে স্বীকার করিয়াছেন এবং আগ্রহের সহিত হিন্দী উর্দ্দু ও কেনারিজ ভাষায় অনুবাদিত হইয়াছে ও হইতেছে।

তাঁহার গ্রন্থাবলী ধর্ম্মভাবপূর্ণ, সুন্দর কল্পনাপ্রসূত, আবেগময়ী ভাষার ঝঙ্কার হৃদয়ানন্দদায়ক, কি রচনানৈপুণ্যে, কি চরিত্র-চিত্রে, কি ভাব-মাধুর্য্যে, কি ভাষার লালিত্যে বঙ্কু বাবুর উপন্যাস সর্ব্বতোভাবে নূতন ও চিত্তা-কর্ষক! তাঁহার প্রত্যেক পুস্তকে প্রসিদ্ধ চিত্রকর প্রিয়গোপাল বাবুর স্বহস্তে অঙ্কিত

সুন্দর সুন্দর হাফ্‌টোন ছবি আছে!

তাঁহার কিকি পুস্তক বাহির হইয়াছে, পর পৃষ্ঠায় দেখুন!!

প্রতিভাবান্ সুলেখক

শ্রীযুক্ত বঙ্কুবিহারী ধর-প্রণীত

কাকী-মা

সচিত্র গার্হস্থ্য উপন্যাস

এমন ভাব বহুল, বর্ণনা বহুল, শিক্ষা, দীক্ষাপূর্ণ ভ্রাতৃ-প্রেমানুরাগোদ্দীপক সচিত্র গার্হস্থ্য উপন্যাস বঙ্গসাহিত্যে অতি বিরল। যদি কোনও অর্জ্জনশীল যুবক সংসারের কর্ত্তৃত্বলাভ করিয়া ভাই ভাই, ঠাঁই ঠাঁই হইতে সঙ্কল্প করিয়া থাকেন, তাহা হইলে একবার "কাকী-মা" পাঠ করুন। দেখিবেন; ভাই ভাই ঠাঁই ঠাঁই হইলে বাঙ্গালীর সোণার সংসার কিরূপে ছারখার হয়। ইহার নায়ক-নায়িকার চরিত্র সৃষ্টি সম্পূর্ণ নূতন; পরোপকারী ম্যরে সাহেব, অফিসমাষ্টার মিঃ টম্‌সন, পুলিস-ইন্‌স্পেক্টর শরচ্চন্দ্র, জ্যেষ্ঠ সহোদর গোপাল, কনিষ্ঠ গোবিন্দ, বড় বৌ মোহিনী, পতিতা সরোজিনীর আত্মোৎসর্গ ও (কাকী-মার) কমলার চরিত্র পাঠে বুঝিবার ও শিখিবার অনেক বিষয় আছে। ইহা প্রত্যেক গৃহস্থেরই পাঠ করা উচিত। পাঁচখানি সুন্দর সুন্দর হাফ্‌টোন চিত্রশোভিত। মূল্য বোর্ডে বাঁধাই, রূপার জলে নাম লেখা ৸৹ আনা। কাপড়ে বাঁধাই, সোণার জলে নাম লেখা ১৲ টাকা মাত্র।

প্রতিভাবান্ শ্রীযুক্ত বঙ্কুবিহারী ধর-প্রণীত

গৌরী-দান

সচিত্র নূতন সামাজিক উপন্যাস

ইহা একখানি বাঙ্গালীর সমাজ, সংসার ও ধর্ম্মের নিখুঁত চিত্র। কে আছেন, কন্যাদায়গ্রস্ত হিন্দু সন্তান, কে আছেন বাঙ্গালীর বরপক্ষীয় অভিভাবক, একবার গৌরী-দান উপন্যাস পাঠ করিয়া বাঙ্গালীর প্রকৃত অবস্থা, কার্য্য ও কর্ত্তব্য নির্ণয় করুন। স্বদেশ, সমাজ ও মাতৃ-দ্রোহী কাশীনাথের অধঃপতন, তোষামোদী দয়াময় ও বলাইচাঁদের অপমৃত্যু, স্বদেশ ও মাতৃভক্তবীর হরবল্লভের "গৌরী-দান" ও ঋণ-পরিশোধ, ব্রাহ্মণ হলধরের সমাজ-শৃঙ্খলা-সংরক্ষণ-স্পৃহা, অর্থপিশাচ বরকর্ত্তা শ্যামচরণের অধোগতি, বরবেশী শান্তিময়ের অসামান্য স্বার্থত্যাগ, মুসলমান সর্দ্দার রেজা খাঁর প্রভুভক্তি, ইংরাজবণিক মিঃ ইলিয়ট, মিঃ হ্যারিংটন, মিঃ ক্রুস ইত্যাদি সাহেবদিগের কার্য্যকলাপ, ধর্ম্মবীর-মাতা মানদাসুন্দরীর উপদেশ, ষড়ৈশ্বর্য্যময়ী কুসুম-স্বরূপিণী হিন্দু-বিধবা সুহাসিনীর স্বধর্ম্মপালন, পতিপ্রেম-বঞ্চিতা বৌ-মা লক্ষ্মীমণি ও মুসলমান সর্দ্দার-পত্নী জোবেদা ও জোহেরার চরিত্র-সৃষ্টি সম্পূর্ণ নূতন। ছাপা কাগজ—উৎকৃষ্ট, মূল্য বোর্ডে বাঁধা ১৲ টাকা, কাপড়ে বাঁধা ১।০। পাঁচখানি সুন্দর সুন্দর হাফ টোন চিত্র আছে।

শ্রীযুক্ত বঙ্কবিহারী ধর

“গৌরী-দান” উপন্যাসের ছবির নমুনা

(ভিতরের বিজ্ঞাপন দেখুন ।



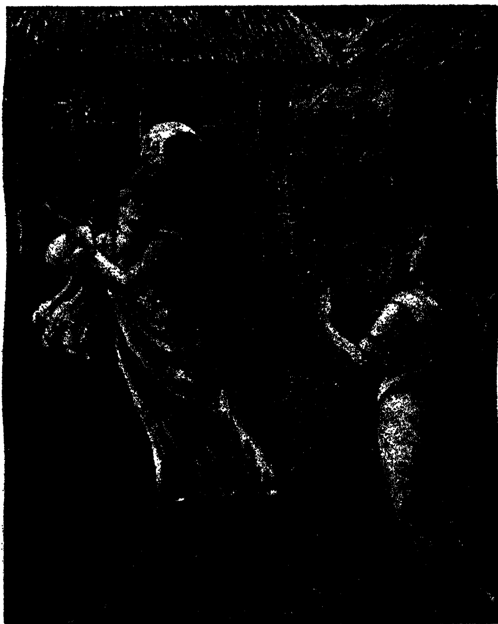
এইরূপ বড় ও ভাল ভাল অনেক ছবি আছে ।

প্রতিভাবান্ ঔপন্যাসিক

শ্রীযুক্ত বঙ্কুবিহারী ধর প্রণীত

'পিসী-মা" উপন্যাসের ছবির নমুনা

(ভিতরে বিজ্ঞাপন দেখুন)



তিনবর্ণে রঞ্জিত এইরূপ ও অন্যান্য অনেক ছবি আছে

Cover Printed at the Bishnu Press. Calcutta.